" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞাঃ "

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(থাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ বলতে বুঝায়" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিতফর পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ "সর্বোৎকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম"।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনাঃ

সূচনা : خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة(থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" হচ্ছে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড । এই خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" মাধ্যমে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা জানতে পারবেন কোন লোকটি মুসলিম, কোন লোকটি অমুসলিম, কোন মুসলিম আলিম মানুষের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ মানতে হবে ও অনুসরণ করতে হবে । এই خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" মাধ্যমে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা আরো জানতে পারবেন কোন মুসলিম আলিম মানুষের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ মানা যাবে না ও অনুসরণ করা যাবে না । তাই, এই خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" হচ্ছে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম লোক চিহ্নিত করার ও বাছাই করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল । সেই জন্যেই, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিমমানুষকে "خَيْرُالْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (থাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" সম্পর্কে বিস্তাতি জানতে হবে।

আসুন, এখন আমরা خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী" সম্পর্কে আলোচনা করি ও জানি। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামার হিজরতের সময়কাল থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন শত বৎসর (৩১২ হিজরী সন পয©ন্ত) পয©ন্ত সময়কালকে خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী " বলে । এই "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীতে " জন্ম গ্রহণকারী সকল মুমিন-মুসলিমই জান্নাতী ।[1] কারণ, তাঁরা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে ।এ তিন শতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণকে হুবহু অনুসরনকারীরাও জান্নাতী । তাঁদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ---قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (14394)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : " আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম (সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে (তাবেয়ী') সেও দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে (তাবে'-তাবেঈন) সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৩৯৪।

আর হিজরী চতুর্থশতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল মুসলিমই" أَرْذَلُ النَّاس الْمُسْلِمِ " তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম ও এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কোন কিছুই গুরুত্ব দেন না । তাদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

عَنْ جَعْدَة بِنْ هُبَيْرَةَ قَا ل : قَا لَ رسول الله صلي الله عليه وسلم :" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ،ثُمَّ الْآخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (2143)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃহযরত জা'দাতা বিন হুবাইরা (রাদিআর্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী (নবী ও সাহাবীগণ),

---

[1] خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণকারী কোন মুমিন-মুসলিম চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة " (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ মুসলিম হিসেবে জীবিত থেকে পরবর্তীতে অন্তবর্তীকালীন সময়ে ইনতিকাল করেন তিনিও خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী মুসলিম । خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী থেকে শুরু করে চতুর্থ শতাব্দীরপূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালকে অন্তবর্তীকালীন সময় বলে ।

তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবেঈগণ),তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবে'-তাবেঈনগণ),তারপর পরবর্তীগণ হচ্ছে নিকৃষ্ট লোক "।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩।

عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله الله صلي الله عليه وسلم يقول: " خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الرابع أرذل إلي أن تقوم الساعة " (5475) في المعجم الاوسط للطبراني.
অর্থঃ- হযরত অবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছেন : "সর্বোতকৃষ্ট লোক আমার যুগ [প্রথম শতাব্দী (নবী ও সাহাবীগণ)],এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [দ্বিতীয় শতাব্দী(তাবেঈগণ)], এর পরবর্তীদের যুগ সর্বোতকৃষ্ট যুগ [তৃতীয় শতাব্দী(তাবে'-তাবেঈনগণ)] , তার পর চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত আসন্ন লোক নিকৃষ্ট লোক "।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৭৫

عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" خير قرن القرن الذي فيه، ثم الثاني ، ثم الثالث، ثم الرابع فلا يعبأ الله بهم شيئًا" (3425)) في المعجم الاوسط للطبراني
অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "সর্বোতকৃষ্ট যুগ যে যূগে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন(নবী ও সাহাবীগণ), তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী(তাবেঈগণ), তারপর তৃতীয় শতাব্দী(তাবে'-তাবেঈনগণ), তাপর চতুর্থ শতাব্দী , এ যগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না " । আল-মু'জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫ ।

عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" خير الناس قرني ، ، ثم الثاني ، ثم الثالث، ثم يَجِىءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "-(3336) في المعجم الاوسط للطبراني
অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "সর্বোতকৃষ্ট লোক আমার যুগ [প্রথম শতাব্দী(নবী ও সাহাবীগণ), তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী(তাবেঈগণ), তারপর তৃতীয় শতাব্দী (তাবে'-তাবেঈনগণ), তারপর চতুর্থ শতাব্দীতে এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই । আল-মু'জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।
অতএব, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল নিকৃষ্ট মুসলিমদের মধ্য হতে যারা خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" মুসলিম মানুষের হুবহু অনূসরনকারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা, তাঁদের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকবে, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলবে, তাঁদের দূর্নাম করবে, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরবে ও দোষ তালাশ-অনেষণ করবে এবং বিরোধিতা করবে, ছিদ্রানেষণ করবে ও সমালোচনা করবে, তারা মুসলিম সমাজে যে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা হিসেবে পরিচিত হউক না কেন তারা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হওয়ায় তারা মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য । সে সুবাধে ধর্মীয় বিষয়ে এ সমস্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোকদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ বাতিল ও অগ্রহণীয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ)

তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ বাতিল ও অগ্রহণীয়। যে সমস্ত মুসলিম তাদের লিখিত যে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থে বর্ণিত ফতওয়া-রায় এবং তাদের মতামত মানবে, অনুসরন করবে তারাও মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দোযখী লোক হিসেবে গণ্য। ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়ে কোন কিতাব-বই-গ্রন্থ লিখার এবং ফতওয়া-রায়-মতামত এবং ওযাজ -মাহফিলে ওয়াজ-নসিহত করার তাদের অধিকার নেই । যদি তারা উপরে বর্ণিত কাজগুলো করে তবে এটা হবে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনধিকার চর্চা । এরা হচ্ছে বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজে নামধারী মুসলিম । মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট বাস্তবে অমুসলিম ।

কারণ, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষকে সম্মাণ করা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের উপর ফরজ । এটা এ জন্য যে," خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষগণ হচ্ছেন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়কালের)অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) জন্য মানদন্ড এবং তাঁদেরকে সম্মাণ করার বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত অনেক হাদিস শরীফখানা রয়েছে । তম্মধ্যে নিম্নে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল । হাদিস শরীফখানা হল ----------

عن عمر بن الخطاب :ذكر رسول الله الله صلي الله عليه وسلم ثم قال لهم "إن يد الله علي الجماعة والفذ مع الشيطان و إن الحق أصل في الجنة و أن الباطل أصل في النار، ألا, إن أصحابي خياركم فأكرموهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب والهرج"(6405) ( ) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির উপর । একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে । সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার সাহাবাগণ হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা "সম্মাণ কর", তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈগণকে), সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনগণকে) সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যা ও "হারজ তথা খুনাখুনি" প্রকাশ পাবে ।আল-মু'জামুল আওসাত,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ ।

عن جابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إِنَّ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أصحابي ، ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى اليمين قبل أن يستحلف عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشهادة قبل أن يسْتَشْهَدَ ، فمن اَحَبَّ

مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعدَ و لا يخلون كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حسنته و تَسُوءهُ سيئته فهُوَ مؤمن،" "(179) رجل بامرأة فإنَّ ثالثهما الشيطان ، ومن مسند أحمد.

অর্থঃ-জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের প্রতি "সুন্দর আচরণ কর", তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবে'-তাবেঈনদের) প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে । অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দলকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)না নামে দলকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে । কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশ্চয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯ ।

উপরে বর্ণিত দুটি হাদিস শরীফখানাতে দুইটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এসেছে ।

(১) " সম্মাণ প্রদর্শন কর " ও "সুন্দর আচরণ কর" কথাটি ।

(২) " الهرج " তথা " খুনাখুনি হবে" কথাটি ।

(১) আল-মু'জামুল আওসাত,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বর্ণিত সাহাবাগণকে, তাবেঈগণকে,_তাবে'-তাবেঈনগণকে " সম্মাণ প্রদর্শন কর " ও "সুন্দর আচরণ কর" কথাটির ব্যাখ্যা হচ্ছে-" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কোন মুসলিম মানুষের বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ السُّنَّةِ (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়াই হচ্ছে সাহাবাগণকে, তাবেঈগণকে, তাবে'-তাবেঈনগণকে "সম্মাণ প্রদর্শন করা " ও "সুন্দর আচরণ করা"। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর বিপরীত আচরণ করলে তাঁদেরকে অপমান করা হল। পাশাপাশি উপরোক্ত হাদিস শরীফখানার বিপরীত আমল করে হাদিস শরীফখানাকেও অবমাননা করা হল। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ শরীফখানার অবমাননা করে একজন মুসলিম কি করে মুসলিম থাকতে পারে আপনি মনে করেন ?

মনে রাখবেন, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও এর পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা "الثَّلَاثَة خَيْرُالْقُرُوْن "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ

اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা তারা মুসলিম থাকবেনা ।

এখন প্রশ্ন হল যে, "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের এত সম্মাণ, এত মর্যাদা কেন ?
এর উত্তর এই যে, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্টতিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের কেউ দোযখে যাবে না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফ থাকায় তাঁরা সকলেই জান্নাতী । তাই, তাঁরা এত সম্মাণ, এত মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম । তাছাড়া, পবিত্র কুরআনেও তাদের পক্ষে ক্ষমা চাওয়ার জন্য হওয়া "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنء عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ---قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآني" ثَلاَثًا. (14394) (في المعجم الكبير للطبراني.
অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : " আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী'ও) দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবে'-তাবেঈনও) দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪।

قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم : "طُوْبَى لِمَنْ رآنِيْ ، وَمَنْ رَأَى مَنْ رآنِيْ ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَىَ مَنْ رَآني" ثَلاَثًا. (6106) (في المعجم الاوسط للطبراني عَنْ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

অর্থঃ- হযরত আব্দুনাস বিন মালিকের গোলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলেছেন : "সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ (তাবেয়ী'ও, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে তার জন্যও সুসংবাদ (তাবে'-তাবেঈনও)"। আল-মু'জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১০৬।
উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত সুসংবাদ পেতে হলে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের মর্মানুযায়ী আমল করতে হবে ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أُمِرْتُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِسَلَفِكُمْ فَشَتَمْتُمُوْهُمْ ، أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :" لاَ تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَلْعَنُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا "(5241) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সালাফদের)জন্য ইসতিগফার-ক্ষমা চেতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এই জন্য যে, তোমরা তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকবে । কিন্তু তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি "এই উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উম্মতের শেষাংশ [2] প্রথম অংশকে [3] অভিসম্পাত করবে (গালিগালাজ করবে)। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৪১ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে সর্বদাই خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের অনুগত থাকতে হবে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে । এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্বলিত আচরণ করলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে মর্মে হাদিস শরীফখানায় ভবিষ্যদ্বাণী এসেছে ।

তাই, এই উম্মতের শেষাংশের মুসলিমগণের>> "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা প্রথম অংশের মুসলিমগণের>>"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করা।

ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণঃ

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের কারো বিপক্ষে না থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা না বলা, তাঁদের দূর্নাম না করা, ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরা ও দোষ তালাশ-অনেষণ না করা, বিরোধিতা না করা, ছিদ্রানেষণ না করা ও সমালোচনা না করা, বিদ্বেষ না রাখা ইত্যাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া হচ্ছে "خَيْرُالْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুলকুরুনিছছালাছাহ)তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের জন্য "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণের ক্ষমা প্রার্থণা ও মঙ্গল কামনা করার নিদর্শন ও লক্ষণ । যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

---

[2] এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ

[3] প্রথম অংশকে * প্রথম অংশের মুসলমানগণকে>> " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণকে

وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَإِخْوانِنَا الَذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ أَمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ـسورة الحشرـ(10)

অর্থঃ- যারা তাদের পরে আগমন করবে তারা বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা , আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইগণকে ক্ষমা করে দিন আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না, নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু ,পরম করুণাময়। সুরা হাশর, আয়াত নং-১০। অতএব, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের উপর ফরজ।

অন্যথায় "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে । হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই ----------

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ أَخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (10366) في المعجم الكبير للطبراني - ألْجزء الخامس.

অর্থঃ-ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ>>[4] হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ>>[5] হচ্ছেন (مَخْتَلِفِيْنَ)ভিন্নমত পোষণকারী [6], (مُتَفَرِّقِيْنَ)বিচ্ছিন্ন [7] দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।

তবে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা "خَيْرُالْقُرُوْن الثَّلَاثَة"(খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ওমতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবে তারাও জান্নাতী। এটা এ

---

[4] >> * প্রথম অংশের মুসলমানগণ>> " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ<<

[5] >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ

[6] >>এ উম্মতের প্রথম অংশের * الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের ভিন্নমত পোষণকারী(مَخْتَلِفِيْنَ)

[7] >> الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত(مُتَفَرِّقِيْنَ) দুষ্ট মুসলিম।

জন্য যে, "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ" (থাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ বিধায় তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত ।

আর""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যারা" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (থাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ার সুবাধে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবে না তারা দোযখী এবং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত থাকবে না । যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে বিবৃত আছে ।

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ المُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ (2763) في المعجم الكبير للطبراني - +سنن الترمذي، ((12390"

(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলবদ্ধ হয়ে থাকতে)। অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামেদলটি থেকে الْفُرْقَةِ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" জানাল সে জাহান্নামের সত্বা বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তভ©~ক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত) ।তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন"।। আল-মু'জামুল কাবির,তিবরানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ত্যাগকারী মুসলিমকে ইসলাম থেকে বহিস্কার ঘোষণা করেছেন। "ইসলাম থেকে বহিস্কার" কথাটির অর্থ হল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "উম্মত থেকে বহিস্কার" ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যখনই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামধারী দলবদ্ধ হয়ে "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেন তখন তারাও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী কোন উম্মতই দোযখে প্রবেশ করবে না ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، قَالَ : "مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ وَ بَعْضُهَا فِي النَّارِ وَ بَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ ". (123) في المعجم الكبير للطبراني - اَلْجزء السادس.

না । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ- ---------অর্থঃ- ইবনে ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : "এমন কোন উম্মত নাই যার কতক অংশ দোযখে আর কতক অংশ জান্নাতে থাকবে না(অর্থাৎ প্রত্যেকটি উম্মতেতেরই কিছু অংশ দোযখে প্রবেশ করবে আর কিছু অংশ জান্নাতে প্রবেশ করবে) কিন্তু আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে" ।আল-মু'জামুল কাবির,তিবরানী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদিস শরীফ নং-১২৩।

এই বিষয়টি আমরা পবিত্র কেরিআনের ছুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত খানা অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একটি ফুটনোটের (Footnote) ভিতর চিহ্নিত করে দেখানো হল । [8]

---

[8] **(Footnote) মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম সন্তানরা অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এটা মানে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসা না থাকার কারনে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য বাস্তবায়ন করা সত্বেও তারা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা কপট মুসলিম তথা শংকরজাতীয় মুসলিম ।**

তারা পবিত্র কুরআনের ছুরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । যেমন আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وبِاليَوْمِ الاَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ" (অর্থঃ-"আর মানুষের মধ্যে কিছু

লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি তারা আদৌ ঈমানদার নয়” ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদেরকেএবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে পত্রি কুরআনের সুরা আল-ফাতিরের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত অধ্যয়ন করে গভীরভাবে গবেষণা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মতের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুমিন-মুসলিমগণ এবং" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “ সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর ” সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রিয় উম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি ইশ্ক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করে ইমান আনার সুবাদে তারা সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ায় তাদের আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য না থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ আমল থাকা সত্বেও মহান আল্লাহ তাআ’লা তাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তাআ’লার এ সত্য কথাটি বুঝতে অক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআ’লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

ثُمَّ اَوْرَوْثْنَا الْكِتَا بَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - فَمِنْهُمْ ظَا لِم لِنَفْسِهِ- وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ - ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْر - وَ قَا لُوْا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ-اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْر شَكُوْر-

(অর্থঃ-“অত:পর আমি কিতাবের(কুরআনের) অধিকারী করেছি আমার বান্দাদিগের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী(সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত), কেহ মধ্যপন্থী(মাঝে-মধ্যে পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে আবার মাঝে-মধ্যে নেক কর্মে লিপ্ত থাকে) এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী (কোন সময়ই পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেনা, সর্বদাই নেকর্মে লিপ্ত থাকে)। এটাই (বর্ণিত তিন দলকেই কুরআনের জন্য মনোনীত অধিকারী বানানো হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ হতে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ) ”মহা অনুগ্রহ”।

“তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে।

এবং তারা বলবে, ’প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমদের দু:খ-দূর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল,গুণগ্রাহী” ছুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ’লা উম্মতি মুহাম্মাদীর উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন বৈশিষ্ঠ্যটি ফুটিয়ে তুলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিম পাপীদেরকে ক্ষমা করে পাপী-নেকী (উপরোল্লিখিত তিন দলকেই) সকলকেই একই জান্নাত আ’দন তথা বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দেবেন।

আমালে সাহে তথা সৎকর্ম ছাড়াই কোন এক বান্দাকে জন্নাত দান করা বা তাকে ক্ষমা করিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেয়ার অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ’লারই আছে। এরূপ ঈমান রাখা সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমের মতাদর্শ ও বিশ্বাস । আমালে সালেহ তথা সৎকর্ম ছাড়াই জন্নাতে যেতে পারবে না এরূপ ঈমান রাখা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ। উপরে বর্ণিত ছুরা আল ফাতির,আয়াত নং-৩২ নং আয়াতের (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) ব্যাখ্যায় উসামা বিন

(২) আল-মু'জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বর্ণিত " الهرج " তথা খুনাখুনি হবে কথাটির ব্যাখ্যাঃ নিম্নে বির্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে " الهرج " তথা "খুনাখুনি হবে" কথাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ।হাদিস শরীফখানা এই,

عَنْ (أَبُو مُوْسَى) الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ :اَلْقَتْلُ ، قَالُوا : أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ ، لإِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ عَامٍ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ،قَالُوْا : وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا يَوْمَئِذٍ ؟قَالَ: إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُوْلُ أَهْلِ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَلَيْسُوا عَلى شَيْءٍ - مسند أحمد (19801)

অর্থঃ- হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : কিয়ামতের সামনেই "الهرج " ("হারজ") , তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন : "الهرج " ("হারজ") কি ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "খুনাখুনি/হত্যা " , তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন : আমরা যা হত্যা করছি উহার চেয়েও বেশী, নিশ্চয় আমরা প্রতি বছর সত্তুর হাজারের চেয়ে বেশী খুনাখুনি/হত্যা করি । তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: এই হত্যা (এই" الهرج"-"হারজ" তথা"খুনাখুনি/হত্যা) তো তোমাদের মুশরিকদের হত্যা করা নয় । কিন্তু এই হত্যা (এই " الهرج "-"হারজ" তথা"খুনাখুনি/হত্যা) হচ্ছে, তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে (কতক মুসলমান কতক মুসলমানকে) হত্যা করা, তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন : সেই দিন কি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকবে না ? । তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: সেই জামানার (" أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ")

যায়দ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-

" عَنْ أُسَامَةَ بِنْ زَيْدٍ (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد) [فَاطِر]، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: كُلُّهُمْ مِنْ هَذِه هَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَ كُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ مسند أحمد(313) الأُمَّةِ (413) في المعجم الكبير للطبراني -

(অর্থঃ-উসামা বিন যায়দ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : এরা সবাই (বর্ণিত তিন শ্রেণির সবাই) আমার উম্মৎ, আল-মু'জামুল কাবির,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪১৩, এরা সবাই একই স্তরের, এরা সকলেই জান্নাতী ",মুসনাদে আহমদ, হাদি শরীফ নং-৩১৩, ৩য় খন্ড) । পাপী-নেকীদেরকে একই জান্নাতে স্থান দেয়া এটা উম্মতি মুহাম্মাদীর প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস না করে শুধু আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্য করলে এ সম্মানে ভূষিত হওয়া যাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈমানের প্রথম শর্ত।

পরবর্তীতে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের শর্ত হিসেবে অন্যান্য ইসলামি আমালে সালেহ্ তথা সৎকার্যগুলো (নামাজ, রোজা, হজ্ব ,যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম করা) পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করাই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার সাথে বিশ্বাসকারী মুমিন-মুসলিমদের উপর ফরজ বা অবশ্যক দায়িত্ব ও কাজ।

(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত) লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেওয়া হবে । সেই জামানায় জ্ঞান-বুদ্ধিহীনেরা স্থলাভিষিক্ত হবে (দ্বীন-ধর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নিবে) । এদের অধিকাংশরাই মনে করবে তারা সঠিক আছে । অথচ তারা সঠিক নেই ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৮০১ ।

এর কারন হচ্ছে এই যে, সেই দিনে (তারা) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " الْجَمَاعَةُ" (আল-জআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলবদ্ধ হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত ,الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেনা । ফলশ্রুতিতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ " الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির সাথে "الهرج" ("হারজ") বা "খুনাখুনি/হত্যাযজ্ঞ "করবে।

সেই জন্যেই خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর মুমিন-মুসলিমগণকে হুবহু অনুসরনকারী এবং পূর্ণ সমর্থনকারী, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলদলবদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের একমাত্র আন্তরিক দায়িত্ব হচ্ছে তাঁরা সর্বদাই "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ থেকে এবং তাদের প্রদত্ত রায়-মতামত-মতামত , ফতওয়া , সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন ও সমর্থন থেকেও দূরে থাকবেন । কারণ, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ কালের প্রবাহে সময়ে-সময়ে কিয়ামত সংঘটন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির পবির্তে ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য যে কোন দল করে থাকেন, থাকবেন । তারা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করে একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণকারী দল না হওয়ায় তারা বস্তবে মুসলিম নহে ।

তবে " أَرْذَلُ النَّاسِ الْمُسْلِمِ " তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" خَيْرُ النَّاسِ الْمُسْلِمِ " তথা সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা নং-১১৪ দ্রষ্টব্য) বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণও (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী আসন্ন সকল নিকৃষ্ট

মুসলিম মানুষগণও) সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে ।
এটা এ জন্য যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ হয়ে (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে) " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয়ে থাকেন তা হলে তাদের জন্য নিম্নে বর্ণিত চারটি হাদিস শরীফে মহা সুসংবাদ রয়েছে । সে সুসংবাদটি হচ্ছে, তখন তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এত নৈকট্য লাভ করবেন যে, তখন শুধু তারা তাঁর উম্মতের মর্যাদা লাভ করবেন না বরং তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হৃদয়ের আপন ভাইয়ের সম্বোধনে সম্বোধিত হবেন । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে এতটাই নিকটে নিয়ে যাবেন যে, তারা তখন তাঁর শুধু উম্মত নহে বরং ভাই, সুবহানাল্লাহ । এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন দলের প্রধান তাঁর অনূসারীদেরকে স্বাভাবিকভাবেই বলে থাকেন "এরা আমার দলের লোক" কিন্তু তিনি অতি সহজে এ কথা বলেন না "এরা আমার ভাই" । আমার ভাই বলতে হলে অধিক আপন হওয়া ও অধিক পরিচিত হওয়া লাগে । অধিক আপন হতে হলে কতগুলো শর্ত ও নিয়ম মানার প্রয়োজন হয় ।
আসুন ! আমরা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে নিয়ে হাদিস শরীফে বর্ণিত উক্ত সুসংবাদপ্রাপ্ত নৈকট্যতা অর্জনে আত্ম নিয়োগ করি ও আগ্রহী হই ।
বিশেষ সতর্কতাঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কাউকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও কিন্তু উম্মতেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে পারবে না । উম্মতেরা শুধু ইয়া রাসুলুল্লাহি , ইয়া নবী আল্লাহি বলবেন । হাদিস শরীফে নবী তাঁর উম্মতকে "ভাই" বলে যে সম্বোধন করেছেন তা তাঁর পরবর্তী উম্মতগণের জন্য তাঁর আপনতার ও আদরের বহি:প্রকাশ মাত্র ।
প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاس قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيْمَانًا ؟ " قَالُوا :الْمَلَئِكَةُ ، قَالَ : " وَ كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ الْمَلَئِكَةُ وَهُمْ يُعَاينونَ الْأَمْرَ ؟قَالُوا: فَالنَّبِيُّوْنَ يَا رسول الله، قَالَ : كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ النَّبِيُّونَ ، وَالْخِيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ؟ " قَالُوا: فَأَصْحَابُكَ يَا رسول الله، قَالَ : "كَيْفَ لاَ يُؤْمِنُ أَصْحَابِي وَهُمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ ؟ وَلَكِنَّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيْمَانًا ، قَوْمٌ يَجِيْئُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، يُؤْمِنُوْنَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ،ويُصَدِّقُوْنِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، أُولَئِكَ إِخْوَانِي ".(12390)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : হে মানুষ সকল ! (বল) সৃষ্টির মধ্যে কে ঈমানের দিক দিয়ে আর্শ্চযজনক? তাঁরা বলল, ফেরেস্তারা, তিনি ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে ফেরেস্তারা বিশ্বাস করবে না অথচ তারা (আল্লাহ তাআ'লার) আদেশ বা বিষয় (নিজেরা স্বচক্ষে) অবলোকন

করছে? তারা বলল, নবীগণ, তিনি ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে নবীগণ বিশ্বাস করবে না এমন অবস্থায় যে, তাঁদের উপর ওহী অবতরন হচ্ছে ? তাঁরা বলল, আপনার সাহাবীগণ, তিনি ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: কিভাবে আমার সাহাবীরা বিশ্বাস করবে না অথচ তাঁরা যা দেখার দেখছে ? কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে আশ্চর্যজনক সেই সম্প্রদায় যারা আমার পরে এসে আমাকে না দেখে আমাকে বিশ্বাস করছে, আমাকে না দেখে আমাকে সত্য জেনেছে । তারা হচ্ছে আমার ভাই । আল-মু'জামুল কাবির,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১২৩৯০ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ أَنَسِ إِبْنِ مَالِكٍ ، قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيْتُ إِخْوَانِيْ ، قَالَ : فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: أَوَ لَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنَّ إِخْوَانِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِيْ ،وَلَمْ يَرَوْنِي -."(12774)) في مُسْنَد أحْمَد -

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : আমার ভাল লেগেছে যে, আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি (আনাস) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণ বললেন: আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তোমরা আমার সাহাবী কিন্তু আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা আমার পরে (এসে) আমাকে না দেখে আমাকে বিশ্বাস করেছে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৭৭৪ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَن أبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُرْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَخِقُوْنَ ،ثُمَّ قَالَ :" وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ، قَالَ :فَقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ قَالَ : أَوَ لَسْنَا بِإِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي و إِخْوَانِي الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ،فَقَالُوا : يَا رسولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مِنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ بَعْدُ ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ ، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ عِنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ أُنَادِيْهِمْ أَلاَ هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْبَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُوْلُ : سُحْقًا سُحْقًا -."(8108)) في مُسْنَد أحْمَد

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়া (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি কবরস্থানে এসে কবরবাসীকে সালাম দিয়ে বললেন : : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُرْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَخِقُوْنَ , তারপর বললেন : আমি চাই আমাদের ভাইদের সাক্ষাৎ করি, তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহি , আমরা কি আপনার ভাই নহি ? তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন : বরং তোমরা আমার সাহাবী আর আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা এখনো আসেনি । আমি তাদের আগেই আমার হাউজে (হাউজে কাউছারে) থাকব । তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহি , আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে তাদেরকে কেমনে চিনবেন যারা এখনো আসে নি ? তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন : কেমন মনে কর যদি একজন লোকের গাঢ় কালো ঘোড়ার মধ্যে শুভ্র পা বিশিষ্ঠ,শভ্র দাগযুক্ত ঘোড়া থাকে তবে কি সে উহা চিনবে না ? তাঁরা (সাহাবীগণ রাদিআল্লাহ আনহুম) বললেন : হাঁ ! তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন : তারাও ওযুর চিহ্নের কারণে শুভ্র পা

বিশিষ্ঠ,শুভ্র দাগযুক্ত (হাত,মুখ) নিয়ে কিয়ামতের দিন আসবে । আমি হাউজে (হাউজে কাউছরে) তাদের অগ্রগামী হয়ে থাকব । তারপর তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন : সাবধান ! আমার হাউজে কাউছার থেকে তোমাদের কতককে সরিয়ে দেওয়া হবে যেমন পথহারা উষ্ট্রীকে সরিয়ে নেওয়া হয় । আমি তাদেরকে ডাকতে থাকব , তখন বলা হবে: নিশ্চয়িই এরা আপনার পরে আইন-কানুন পরিবর্তন করে ফেলেছে । তখন আমি বলব : দূর হও, দূর হও । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮১০৮ ।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ উপরোক্ত হদিস শরীফে " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পরবর্তী "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম মানুষের দুটি অবস্থার বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে ।

১ নং অবস্থাঃ

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্য হতে কতক মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে "
خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী থাকায় তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর আপনতার ও আদরের এবং সম্মাণ-মর্যাদার বহি:প্রকাশ হিসেবে "ভাই" বলে সম্বোধন করেছেন।

২ নং অবস্থাঃ

"الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্য হতে কতক মুসলিম মানুষ শরীয়ত সমর্থিত [৯] (Footnote) আইন বহির্ভূত,[10] (Footnote) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) (পৃষ্ঠা নং-২৫৬) দ্রষ্টব্য) অন্তর্ভূক্ত বর্তমানে প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট ও প্রচলিত যে কোন নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে জায়িয ও মুবাহ বলার পরিবর্তে ফরজ-হারাম ও নিন্দনীয় বিদআ'ত বলায় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাণীগুলোর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আইন-কানুন পরিবর্তন করায় তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাউজে কাউছার থেকে দূর হও, দূর হও বলে তাড়িয়ে দিবেন।

---

[৯] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই "শরীয়ত সমর্থিত বিষয়" বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে "আইন বহির্ভূত" বিষয়ও বলে ।

[১০] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে "আইন বহির্ভূত" বিষয়ও বলে ।

"শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং "আইন বহির্ভূত" বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৭ এ দেখুন ।

“ ধর্মীয় আইন-কানুন পরিবর্তন” সম্পর্কীয় বাণীর ব্যখ্যাঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রদত্ত হুকুম বা আদেশ-নিষেধের হুবহু হুকুম বা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রদত্ত হুকুম বা আদেশ-নিষেধের যৎসামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি করাই হচ্ছে “আইন-কানুন পরিবর্তন” । উদাহরণস্বরূপ বেগানা পুরুষ-মহিলাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বিধান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ছুরা নূরের দুটি আয়াত প্রসঙ্গক্রমে এখানে উপস্থাপন করা হল । এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে “ধর্মীয় আইন-কানুন পরিবর্তন” সম্পর্কীয় বিষয়টি বোধগম্য করে তোলা হবে।

(১ নং) ছুরা নূরের ৩০ নং আয়াত- قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ।

(২ নং) ছুরা নূরের ৩১ নং আয়াত-- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغُضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ-অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ।

বর্ণিত উভয় আয়াতেই মহান আল্লাহ তাআ’লা পুরুষ-মহিলাদেরকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাকানোর সময় দৃষ্টি অবনত রাখতে সমপর্যায়ের আদেশ দিয়েছেন । এতে এটা প্রমাণ হয় যে, বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি আর বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ । এতে এটা প্রমাণ হয়না যে, শুধু বেগানা পুরুষের বেলায়ই বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ আর বেগানা মহিলার বেলায় বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয । না না, বরং বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের জন্যই একই হুকুম তা হলে বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ’লার একই হুকুম থাকা সত্বেও বেগানা মহিলারা মুখ ঢেকে বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানোর হুকুম এবং মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখার হুকুম কোথা থেকে পেল ?

তাহলে এই হুকুম কি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর ” অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের হুকুম না কি " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে’-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের হুকুম ?

বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة "(খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর”সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের মতামত হচ্ছে এই যে, বেগানা মহিলাদের মুখ,হাত ও পা খোলা রাখা জায়িয ।

যেমন হাদিস শরীফে আছে--

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " لاَ يَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ إِذَا عَرِكَتْ أَنْ تُظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا الى هَا هُنَا" وَقَبَضَ عَلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : আল্লাহ এবং আখিরাত বিশ্বাসী কোন বালিগ মহিলার জন্য তার মুখ ও অর্ধ বাহু পর্যন্ত হাত ছাড়া (তার শরীরের) অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা বৈধ নহে ।

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) دَخَلَتْ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا : " يَا

أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَي مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا "وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ : أبو داود (4104)-

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহুর কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট প্রবেশ করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন: হে আসমা ! নিশ্চয়ই কোন মহিলা ঋতুস্রাব(বালেগ) অবস্থায় উপনীত হলে তার তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া কোন অঙ্গ দেখানো সঙ্গত নহে এবং তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে দেখালেন। আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১০৪।

অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বর্ণিত হাদিস শরীফের বাণী থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, পুরুষ-মহিলাদের মুখ, হাত ও পা সর্বদা খোলা থাকবে বিধায় বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ মর্মে তাদের উভয়কেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একই সমান নির্দেশ দিয়েছেন । এতে কোন কম/বেশী নাই । এরূপ মতামত হচ্ছে خَيْرُ الثَّلاَثَة الْقُرُوْن " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট আলিমগণের মতামত ।

আর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক সর্ব নিকৃষ্ট আলিমগণের মতামত হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বেগানা মহিলারা তাদের মুখ,হাত ও পা ঢেকে রাখা। তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ মানতে সম্মত নহে । তাদের মতামত হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের প্রতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার হুকুম "দৃষ্টি অবনত রাখার" বিপরীত অপব্যাখ্যা । মহান আল্লাহর নির্দেশের অপব্যাখ্যার ফলে বর্তমান কালের বেগানা মহিলারা তাদের দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি তাদের দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে চলা-ফেরা ও কথা-বার্তা বলে থাকে । এইটাকে তারা মহিলাদের পর্দা বলে ।

এইটা পুরোপুরিই মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত অমল ও আচরণ । এতে কোন সওযাব বা পুরস্কার তো নেই । বরং এর ফলে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত হওয়ায় দোযখেই যেতে হবে। দৃষ্টি অবনত রাখার হুকুমটি মেনে চলা-ফেরা করতে কষ্ট লাগে বিধায় বেগানা মহিলারা তাদের দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি তাদের দৃষ্টি (উপরের দিকে) রাখার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত চলাকে আল্লাহর হুকুম বলে প্রচার করে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট আলিমগণ মুসলিম সমাজকে ধোকা দিচ্ছে । অথচ হাদিস শরীফে আছে,

عَن أُمِّ سَلْمَةَ صلي الله عليه وسلم وَعِندهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ أُمُّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ قَالَتْ كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رسول الله ، أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم"أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ": أبو داود (4112)

অর্থঃ-হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট ছিলাম এবং মায়মুনাও ছিল । এমনি সময় ইবনু উম্মে মাকতুম এসে পড়ল।এটা পর্দার নির্দেশের পর ছিল , অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা

বললেন “ তোমরা তার থেকে পর্দা কর” ,আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং চিনে না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, “ তোমরা কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখ না ? আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১১২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে “বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম” প্রমাণিত হয় । অতএব, দৃষ্টি অবনত না রেখে মুখ, হাত ও পা ঢেকে বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি (উপরের দিকে) দৃষ্টি রেখে চলা-ফেরা ও কথা-বার্তা বলাও হারাম । বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট আলিমগণ এর বিপরীত মতামত দিয়ে থাকেন । এটাই হচ্ছে আইন-কানুন পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যা ।

এ ধরনের আইন-কানুন পরিবর্তনকারীদেরকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাউজে কাউছার থেকে দূর হও, দূর হও বলে তাড়িয়ে দিবেন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন বিষয়ে দুটি মত থাকলে সহজ মতটি গ্রহণ করা উত্তম । এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে । যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে বলেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ لِلَّهِ سَخَطٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِيْهِ سَخَطٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "(9152) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি না থাকলে অধিক সহজটিই গ্রহণ করেছেন । আর এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন । আল-মু’জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৫২ ।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বলেনঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا (3768) مسند أحمد

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন :ইবনু সুমাইয়ার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে উভয়ের মধ্যে অধিক সঠিকটিই গ্রহণ করতেন ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৬৮

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বলেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا " (803) في المعجم الكَبِيْرِ للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দুটি বিষয়ের কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে সহজটিই গ্রহন করেছেন । আল-মু’জামুল কাবির, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩ । এ বিষয়ে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا" (8651) في المعجم الاوسط للطبراني -

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের সহজটি গ্রহণ না করলে কোন কল্যাণ নাই যতক্ষন পর্যন্ত না পাপ হয় "। আল-মু'জামুল আওসাত, তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৫১ । উপরে প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে নিম্নে একটু আলোচনা করে নিব ইনশাআল্লাহু তাআলা । তবে, خَيْرُ الثَّلاثَة الْقُرُوْن " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" সম্পর্কে পৃষ্ঠা নং-৫১-থেকে পূনরায় শুরু হবে ।

أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও أَلْحِجَابُ বা পর্দার ফরজ হওয়ার প্রেক্ষাপট পৃষ্ঠা নং ৩৮

সূচনাঃ- أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কীয় বিধানটি হিজরী ৫ম সনের জিলক্বাদ মাসে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতি জাহশের (রাদিআল্লাহু আনহার) বিবাহের ওলিমার ভোজ সমাপ্তির পর অবতীর্ণ হয় । স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল আত্নাসম্পন্ন সাবাবীগণের বেলায় প্রাথমিক অবস্থায় أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতীর্ণের প্রয়োজন হয়নি । পরবর্তীতে এই সময়গুলোতে বনু কুরাইজা, বনু নাজির ও বনু কানুইকার কিছু কিছু লোক মুসলমানরূপ ধারণ করে কপট মুসলিম হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকে । أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) সকলেরই সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল ।এ সময়ে কপট মুসলিম তথা মুনাফিকরাও এই সূযোগের সদ্ব্যবহার করে মুসলমানদের ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারত। মুসলমানদের আত্না ও হৃদয় যেমন স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল ছিল মুনাফিকদের আত্না ও হৃদয় মুসলমানদের আত্না ও হৃদয়ের মত তেমন স্বচ্ছ,পবিত্র ও নির্মল ছিল না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীদের সাথে(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের সাথে) মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট স্বাভাবিকভাবেই পীড়াদায়ক ছিল । এমতাবস্থায় হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট নবী-পত্নীদের সাথে মুনাফিকদের সরাসরি দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টি অপন্দনীয় ও পীড়াদায়ক লাগছিল বিধায় তিনি চাচ্ছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেন তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য(উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদের জন্য) أَلْحِجَابُ বা পর্দার ব্যবস্থা নেন । হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকাসত্বেও কিন্তু কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই হঠাৎকরে أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান জারী বা চালু করা যাচ্ছেনা বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওহী বা প্রত্যাদেশের অক্ষোয় ছিলেন কারন, তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যাতীত কোন আদেশ দেন না । যেমন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে বলেন- " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَي، إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَي ـ سورة النَّجمِ(أيةُ 3-4) "(অর্থঃ- এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় [নিজ থেকে) কোন কথা বলেন, (যা বলেন) তা ওহী বা প্রত্যাদেশ, সুরা নজম, আয়াত নং-৩-৪। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের আকাঙ্খা ও চাহিদা যুক্তিযুক্ত থাকায় পরবর্তীতে উপলক্ষ্য দেখা দিলে তাঁরই আকাঙ্খা ও চাহিদা মোতাবেক أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর মনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হয় । হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর মনের বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে এইভাবে ব্যক্ত করেন ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ ـ البخاري (4890)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার নিকট নেকী ও পাপী [11] সবাই আসে, যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমিনিন তথা মুমিনদের মাদেরকে পর্দার আদেশ করতেন, এতেই আল্লাহ آيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন, বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯০ দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَ هُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ مسند أحمد (26506)

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য "মানাসি'" [12] নামে উচ্চস্থানে গমন করতেন ।আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা করতেন না, এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী সাওদা বিনতি যামাআ' ইশার সময়ে বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, آيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণের আশায় হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) "আপনাকে আমরা চিনেছি" বলে তাঁকে ইয়া সাওদা বলে ডাক দিলেন । হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে آيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَائَكَ قَالَتْ : فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَتْ : وَكَانَ أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ اِمْرَأَةً طَوِيْلَةً فَرَآهَا عُمَرُ وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِجَابَ ـــ (26972) مسند أحمد

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)বলেছেন: হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন, তিনি (আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা)বলেন: তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) এটা করতেন না, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণ প্রস্রাব-পায়খানার জন্য "মানাসির' " দিকে গমন করতেন । সাওদা বিনতি যামাআ' বের হলেন, তিনি দীর্ঘাকৃতির মহিলা ছিলেন, আর হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মসজিদের

---

[11] >> প্রথম হাদিস শরীফখানাতে বর্ণিত নেকী শব্দ দ্বারা হযরত ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) মুমিনদেরকে আর পাপী শব্দ দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝাইয়াছেন ।

[12] >> الْمَنَاصِعِ ("মানাসি'") হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানার মত হাজত পূরণের বিস্তৃত-উচ্চস্থান । বর্তমানে প্রস্রাব-পায়খানার মত শব্দগুলো অপছন্দনীয় বিধায় আধুনিক সময়ে এগুলোকে "বাথ রুম" হিসেবে অভিহিত করা হয় ।

ভিতরে থেকেই أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণের আশায় তাঁকে দেখে তিনি (হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন " ইয়া সাওদা, আমি আপনাকে চিনেছি । হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: ফলে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত [13] অবতীর্ণ করলেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৭২।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ :إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَ لَحْمًا،وَ كَانَ الْقَوْمُ جُلُوْسًا كَمَا هُمْ فِى الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَلَبِثَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ جُلُوْسٌ كَمَا هُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعُرِفَ فِى وَجْهِهِ ،فَنُزِّلَ آيَةُ الْحِجَابِ ـ مسند أحمد (13565)

অর্থঃ-হযরত ইসা বিন তহমান বলেন: আমি শুনেছি আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: যয়নাব বিনতি জাহশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের উপর এই বলে গর্ব করতেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে আকাশে বিবাহ পড়াইয়াছেন এবং সেই দিনই (এই বিবাহের ওলিমা উপলক্ষ্যে) রুটি ও গোস্ত খাওয়ানো হল ।আর সম্প্রদায়(লোকেরা) বসে রইল যেমন তারা (নিজ)বাড়ীতে আছে । ফলে রাসুলুল্লাহি উঠে (ঘর থেকে) বের হয়ে গেলেন এবং যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন তিনি (ঘরের বাইরে) থাকলেন , তারপর, পূনরায় এমন অবস্থায় ফিরে আসলেন সম্প্রদায় (লোকেরা) বসে রইল যেমনটি তারা ছিল । এই অবস্থাটি তাঁর উপর কষ্টকর হল যা তাঁর মুখমন্ডলে দেখা গেল । ফলে أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৫৬৫।

أَلْحِجَابُ বা পর্দার ও أَلسِتْرُ বা সতরের প্রকৃত বিধানঃ পৃষ্ঠা নং ৪১

---

[13] >> (১) أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াতঃ সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতকে أَيَةَ الْحِجَابِ বা পর্দার আয়াত বলে। সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত হচ্ছে এই----------

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِيْ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ـ (53) سورة الأحزاب ـ

অর্থঃ-হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য খাবার রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না । তবে, তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, অত:পর, খাওয়া শেষ হলে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না । নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক । তিনি তোমাদের নিকট সংকোচ বোধ করেন ; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ ।আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার ইনতিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় । আল্লাহর নিকট এটা গুরুতর অপরাধ, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।

নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের, তাঁর সাহাবীগণের এবং وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত আলিগণের أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান:

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের পর্দার স্বরূপঃ
ইসলামে নারীদের জন্য অনুমোদিত أَلْحِجَابُ বা পর্দার ধিান মেনে চলা ফরজ । ইসলামে أَلْحِجَابُ বা পর্দার সঠিক বিধান কোনটি তা নিয়ে এখন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । ইসলামে পর্দার বিধান বা পর্দার আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়। পর্দার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মোট ছয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয় ।পর্যায়ক্রমে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।
(১ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ
وَإِذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـألأية (53)سورة الأحزاب
অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।
(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ
وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ - (33) سورة الأحزاب
অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনূরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।
(৩ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩২ নং পূর্ণ আয়াতঃ
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا ـ(32)ـ سورة الأحزاب
অর্থঃ হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোনল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যাক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে । তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ ।
(৪ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৯ নং পূর্ণ আয়াতঃ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ـ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(59) سورة الأحزاب
(৫ নং ক্রমিক) ছুরা নূরের ৩০ নং আয়াত- قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ـ (30)سورة النُّوْرِ অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ।
(৬ নং ক্রমিক) ছুরা নূরের ৩১ নং আয়াত وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (31)سورة النُّوْرِ -
অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ ।
উপরে (১ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার প্রথম নির্দেশনামা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই

প্রযোজ্য । সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত [14] অবতীর্ণ হল তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কিছু কাপড়ের টুকরা নিয়ে দরজার উপরে লাগিয়ে দিয়ে পর্দার আদেশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করে ফেলেন। দরজা-জানালায় এইরূপ কাপরের টুকরা আটকে বা লাগিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে "পর্দা" । উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনের তাকিদে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণ নবী-পত্নীদের সাথে সরাসরি কথা-বার্তা বলতেন । কিন্তু অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রক্তসম্পর্কীয় আত্নীয় ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে নবী-পত্নীদের সাথে আর পূর্বের মত সরাসরি কথা-বার্তা বলার অনুমতি থাকলনা । ফলে পরবর্তীতে কেহই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের (রাদিআল্লাহ আনহুন্না) সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত সরাসরি কথা-বার্তা বলেন নি । অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনুরূপ পর্দা করার আদেশ দেন নি ।

উপরে (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার দ্বিতীয় নির্দেশনামাও শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের (রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই প্রযোজ্য । সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াত [15] অবতীর্ণ হল তখন থেকে নবী-পত্নীগণ ঘরেই অবস্থান করছেন। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতেন না । অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনুরূপ ঘরে অবস্থানের নির্দেশ বা আদেশ দেন নি । কিন্তু সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেখাদেখি নিজেরাও তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনুরূপ পর্দা করা শুরু করে দেন । উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও(২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশের পর নবী-পত্নীগণ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা কোন বেগানা পুরষদের সামনে খুলেন নি এবং কোন বেগানা পুরষ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখেন নি । কারণ, উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশ [16] মোতাবেক তাঁরা

---

[14] >>(("وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ"الأية (53)سورة الأحزاب অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ. সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৩ "))<<

[15] >> (("وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ(34) سورة الأحزاب" (অর্থঃ "তোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩") <<

[16] (১ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ"الأية (53)سورة الأحزاب ـ
অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।

(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ

ঘর থেকে বের না হওয়ায় কোন পুরুষই তাঁদেরকে দেখেই নি । কজেই, নবী-পত্নীদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখার প্রশ্নই আসে না ।

এটা এই জন্য যে, আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগন হচ্ছেন উচ্চস্তর জন । তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের উম্মতের জন্য অনূসরনীয় মহান আদর্শ । সেই জন্যে তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর আদেশও মহান এবং সূ-উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । তাঁদের স্ত্রীগণও সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধও সাধারণ মানুষের তুলনায় ব্যাতিক্রম । পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানার উদ্দেশ্য হল এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মুল মুমিনিন সম্মাণিত স্ত্রীগণের মুখ-মন্ডল,হাত-পা বেগানা পুরুষদের নিকট খোলা নিষেধ এবং বেগানা পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পাত করাও নিষেধ ।যেমন হাদিস শরীফে আছে-

عَن أُمِّ سَلْمَةَ صلي الله عليه وسلم وَعِندهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ أُمُّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ قَالَتْ كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رسول الله ، أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ": أبو داود 4112)-

অর্থঃ-হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট ছিলাম এবং মায়মুনাও ছিল । এমনি সময় ইবনু উম্মে মাকতুম এসে পড়ল । এটা পর্দার নির্দেশের পর ছিল , অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " তোমরা তার থেকে পর্দা কর", আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং চিনে না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, " তোমরা কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখ না ?

আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১১২।

সেই জন্যে পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা সাধারণ মুমিন-মুসলিম মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়, দ্বিতীয় আদেশখানা প্রযোজ্য ।

তবে, হা ! কোন মুমিন- মুসলিম যদি আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর অধিষ্ঠিত থেকে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত "আলিম" হতে পারেন তা হলে হয়ত তিনি উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানা>> মোতাবেক তিনি তার স্ত্রীকে পর্দার আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর অধিষ্ঠিত থেকে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত "আলিম" হয়েছেন এমন গুণসম্পন্ন আলিম পাওয়া খুবই দুস্কর । সাধারণ আলিম-উলামা অসংখ্য । মুসলিম সমাজে এদের অভাব নেই । তবে, خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর চলেছেন বিধায় পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা তাঁরা তাঁদের স্ত্রীগণকে দিয়েছেন । এইরূপ বিধান আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى - - (33) سورة الأحزاب

অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনূরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পর একমাত্র তাঁদের বেলাই প্রযোজ্য। وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ- ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং-৪১৪ দেখুন)।

সাধারণ মুমিন- মুসলিমগণের أَلْحِجَابُ বা পর্দার স্বরূপঃ

মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে [17] (Footnote) চলা ফেরা করা হচ্ছে

---

[17][17] (Footnote) (মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে রাখার নাম أَلسِتْرُ বা সতর বলে, এটা মহিলাদের জন্য ফরজ, এটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে না, ঘরের দরজা বা জানালাতে কাপড় আটকে দেওয়ার নাম أَلْحِجَابُ বা পর্দা, أَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতরনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঘরের দরজাতে কাপড় আটকে বা কাপড় লাগিয়ে তাই করেছেন, এই أَلْحِجَابُ বা পর্দার ভিতরে অবস্থান করাই নবী-পত্নীদের জন্য ফরজ ছিল এবং এই أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন ছিল ।
(১) বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাস্তবায়নকৃত أَلْحِجَابُ বা পর্দাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলেনা, নিজেদের বানানো নিয়মকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে, أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করে থাকে, এটাকে তারা أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে এবং ক্রেডিট মনে করে ও গর্ব বোধ করে, বাস্তবে এটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় এবং এটা ক্রেডিট বা গর্বের বিষয়ও নয়, তারা নবী-পত্নীদের أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি এবং তাঁদের থেকে সাহাবীকেরামগণ(রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ শ্রবন করার বিষয়টিও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমলে নেয়নি, এতে প্রমাণ হয় যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ নিজেদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চাইতে, নবীর স্ত্রীগণের চাইতে এবং সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) চাইতে বেশী পরহেজগার, জ্ঞানী-গুণী ও উত্তম লোক মনে করে থাকে (نَعُوْذُ بِاللهِ) । তা না হলে যেইটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় তারা সেইটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে কেন আর যেইটা أَلْحِجَابُ বা পর্দা তারা সেইটাকে أَلْحِجَابُ বা পর্দার বরখেলাপ বলে কেন ?, এইভাবে তারা মুসলিম মানুষকে বিশেষকরে সাধারণ অজ্ঞ মুসলিম মানুষকে ধোকা দিচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন করে দিয়েছেন যাতে করে মুসলিম মানুষ তাদের থেকে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানমূলক শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে । যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের ব্যাপারে উপরে (৩ নং) ক্রমিকে বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا —(32)سورة الأحزاب
হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে । তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ । এই আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ'লা নবীর স্ত্রীগণকে-নবীপত্নীদেরকে أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত করে দিয়েছেন । তবে, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে أَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখেও বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করতে পারেন । এতে কোন দোষ নেই । তবে,""أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণের মধ্যে বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণের

মধ্যে যারা এই কাজটি করে থাকেন তারা " أَلْحِجَابُ বা পর্দা এবং নিরাপত্তার স্বার্থের" কথাটির মধ্যকার পার্থক্যটি কি তা জনসমুক্ষে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং এটা করা তাদের জন্য উচিৎ ।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)

পদ্ধতিঃ

(২) প্রারম্ভিক কথাঃ "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত এমন কতক নিকৃষ্ট আলিম-উলামাও রয়েছেন যারা মহিলা মুসলিম মানুষগণের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করেনা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করেন না), মহিলা মুসলিম মানুষগণকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ না করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ না করাকে) তারা أَلْحِجَابُ বা পর্দা মনে করে, বাস্তবে এটা أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতের পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী । সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতকে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াত বলে, মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮১৮ । এই أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহিলা মুসলিমদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন) । পরবর্তীতে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের মর্মার্থনুযায়ী পুরষ মুসলিমদেরকেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন) । হাদিস শরীফেরসাথে সমন্বয় করে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানা নিম্নে দেওয়া হলঃ---------- عَن

عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ **رسول الله صلي الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى** (((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَرَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ ـإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ـ سورةالممتحنة (12))) قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ :فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ **مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم: قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا ، وَلاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ : قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ** ـ مسند أحمد **(26967)**

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী আয়িশা(রাদিআল্লাহ আনহা) তাকে(হযরত উরওয়া বিন যুবাইর রাদিআল্লাহ আনহুকে) জানাইয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিকট যেই সমস্ত মহিলা মুমিন হিজরত করে আসত তাদেরকে আল্লাহর বাণী এই আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করতেন (((“হে নবী ! ঈমানদার নারীরা আপনার কাছে এসে আনূগত্যের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ করে(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে আসে এই উদ্দেশ্যে) যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না,চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না,জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনূগত্যের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করুন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করুন)”।সুরা মুমতাহিনা, আয়াত নং-১২))) হযরত উরওয়া বিন যুবাইর_(রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেছেন: মুমিন মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত স্বীকার করে নিত তাকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতেন : “আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম” , আল্লাহর শপথ ! যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথের মধ্যে “ আমি তোমাকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম” এই কথা ব্যাতীত কখনোই তাঁর হাত কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ । পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার

১২ নং আয়াত মোতাবেক কোন আলিম-উলামা যদি মহিলা মুসলিম মানুষগণকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করাকে হারাম ও নাজায়িয মনে করলে তিনি মুসলিম থাকবেন কি? একটু চিন্তা করে দেখুন ।)_ পুরুষ-মহিলা উভয়কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে। কিন্তু উভয়ের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হওয়ার পদ্ধতি এক রকম নয় । পুরুষ মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাতে হাত রেখে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে আর মহিলা মুসলিমগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করে নিতেন । কিন্তু কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না । যেমন এ ব্যাপারে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফেরসাথে সমন্বয় করে পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানাতে দেখানো হয়েছে । তবে, কোন কোন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যস্ততার কারনে তিনি নিজে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করতে অপরাগ হলে মুসলিম নারীদেরকে একটি কক্ষে বা একটি বাড়ীতে জড়ো করে যে কোন মহান সাহাবীর মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করার ব্যাবস্থা করতেন ।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে রয়েছে ।

আধুনিক সময়েও ।وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের মর্যাদবান একজন কামিল উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরও তাঁর ব্যস্ততার কারনে তিনি তাঁর কোন বিশেষ বিশ্বস্ত মুরিদের মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) ব্যাবস্থা করতে পারেন । কিন্তু ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যাতীত মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) থেকে বিরত থাকা হচ্ছেআমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী ।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়ম হচ্ছে পুরুষ মুসলিমদেরকে । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলণা মুসলিমদেরকে । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ কারী) যে কোন উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) অপছন্দ মনে করলে তার এই কাজটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী হওয়ায় তিনি নাকিস বা অপূর্ণ,অসম্পূর্ণ উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর বলে গণ্য । তিনি কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর নন । বাংলাদেশ ও ভারতে পীর বলতে সামাজিক প্রথা হিসেবে আধ্যাত্মিক শিক্ষক বুঝানো হয়ে থাকে । কিন্তু এ শব্দটি হচ্ছে ফারসি শব্দ । এর সঠিক শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ । পরবর্তীতে পীর শব্দটির শাব্দিক অর্থের সাথে অভিভাবক,পরিচালক, মান্যবর, উস্তাদ, শিক্ষক ইত্যাদি শব্দমালার যোগ হয় ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِنُبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوْفٍ قَالَتْ فَقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَ نْفُسِنَا بَايِعْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتْ ، وَ لَمْ يُصَافِحْ رسول الله صلي الله عليه وسلم مِنَا إِمْرَأَةٌ- مسند أحمد

(27649) **অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা**(রাদিআল্লাহ আনহা) **থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মুসলিম মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা) বললেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো" । তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা) বললেন, আমরা বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের জীবনের চেয়ে বেশী দয়াশীল", ইয়া রাসূলাল্লাহি, আপনি আমাদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন)। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, যাও, আমি তোমাদেরকে আমাদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিলাম), "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন" । তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা) বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের কারো সাথেই মুসাফাহা করেন নি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৪৯ । দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيْكَ فِى مَعْرُوْفٍ قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ قَالَتْ فَقُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - مسند أحمد **(27650)**

অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা)**থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো" । আমরা বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল", ইয়া রাসুলাল্লাহি, আসুন! আপনি আমাদেরকে (হাতে হাতে) بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন) । তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন" । মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِى نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِى الْقُرْآنِ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا الْآيَةَ ، قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ ق قُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ألاَ تُصَافِحُنَا قَالَ :إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ - مسند أحمد (27651)

অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা)**থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায়

মুরিদ হতে) আসলাম । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কুরআনের এই আয়াত “ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا– আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না ” এর উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে) বললেন, “ যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো” । আমরা বললাম, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল”, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনি আমাদের সাথে মুসাফাহা করবেন না ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, “নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন” । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ بِرَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَرَدَدْنَ السَّلاَمَ فَقَالَ أَنَا رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ : مَرْحَبًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِرَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ثُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَّا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَ لاَ تَسْرِقْنَ، وَلاَ تَزْنِيْنَ، وَلاَ تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ ،وَلاَ تَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ، وَلاَ تَعْصِيْنَ فِى مَعْرُوْفٍ فَقُلْنَ نَعَمْ فَمَدَّ عُمَرُ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدْنَ هُنَّ اَيْدِيَهُنَّ مِنْ دَاخِلٍ، ثُمَّ قَالَ : اَللّهُمَّ اشْهَدْ وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعَتَّقَ وَالْحُيَّضَ وَنُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبُهْتَانِ وَ عَنْ قَوْلِهِ (وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ) قَالَ : هِيَ النِّيَاحَةُ ـ مسند أحمد (27950)

অর্থঃ-উম্মু আ'তিয়া(রাদিআল্লাহ আনহা)**থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি আনসারদের মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্রিত করলেন, তারপর, তিনি ওমর বিন আল-খাত্তাব(রাদিআল্লাহু আনহু)কে তাদের(মহিলাদের) নিকট পাঠালেন, তিনি দরজাতে দাঁড়িয়ে তাদের(মহিলাদের)কে সালাম দিলে তারাও (মহিলারাও) সালামের প্রতি উত্তর দিলেন । অতপর, তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি আপনাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূত, তারা(মহিলারা) বলল, “ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূতকে মারহাবা-স্বাগতম” । তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আপনারা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলেন যে, আপনারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, চুরি করবেন না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবেন না, আপনারা আপনাদের সন্তানদের হত্যা করবেন না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবেন না এবং ভাল কাজে আপনারা অবাধ্যতা হবেন না, তারা(মহিলারা) বলল,“হা !” অতপর, ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর হাত দরজার বাহির থেকে প্রসারিত করলেন আর তারাও(মহিলারাও)তাদের হাত ভিতর থেকে প্রসারিত করলেন, তারপর, ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন! আর আমাদেরকে দুই ঈদে প্রথম প্রাপ্ত বয়স্ত বালিকা, স্রাবী মহিলাদেরকে বের করে দিতে আদেশ করেছেন, জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের উপর জুমা নেই বলেছেন। **উম্মু আ'তিয়া**(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেন, আমি তাঁকে (ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু)কে “ الْبُهْتَانِ এবং(وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ) ” বাণীখানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তা হচ্ছে النِّيَاحَةُ বা বিলাপ করে ক্রন্দন করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৯৫০। উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী (প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী) উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরকে পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাতে হবে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে হবে) । ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যাতীত بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী (প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী) যে কোন উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) বিরত থাকবেন তিনি নাকিচ বা অসম্পূর্ণ উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর বলে অভিহিত হবেন । তিনি প্রচলিত ভাষায় কামিল পীর নহেন বরং নাকিচ পীর বলে গণ্য হবেন ।وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ–ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা

সাধারণ মুমিন মহিলাদের পর্দা ।যেমন- হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আসমা বিনতে আবুকর (রাদিআল্লাহু আনহুমা) কে বলেনঃ-
عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) دَخَلَتْ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا : " يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَي مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا "وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ : أبو داود -(4104)
অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহুর কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট প্রবেশ করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন: হে আসমা ! নিশ্চয়ই কোন মহিলা ঋতুস্রাব(বালেগ) অবস্থায় উপনীত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া কোন অঙ্গ দেখানো সঙ্গত নহে এবং তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে দেখালেন। আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১০৪।
এমতাবস্থায় তাদের করনীয় হচ্ছে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে ।মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার বেলায় বলেনঃ
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ - (31)سورة النُّوْرِ - অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ । সেই জন্যেই উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক বেগানা মহিলার বেলায় বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয নয় । তাই, পুরুষ-মহিলাদের মুখ, হাত ও পা সর্বদা খোলা থাকবে বিধায় বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ মর্মে তাদের উভয়কেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একই সমান নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন পুরুষদের বেলায় মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ — (30)سورة النُّوْرِ - অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩০ । এই আয়াত অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ বেগানা পুরুষ-মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি(একে অপরের প্রতি) দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়ে ভারসাম্যমূলক আদেশ দিয়েছেন । উপরে বর্ণিত ছুরা নূরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পুরুষ-মহিলাদেরকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাকানোর সময় দৃষ্টি অবনত রাখতে সমপর্যায়ের আদেশ দিয়েছেন । এতে এটা প্রমাণ হয় যে, বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি আর বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ ।

খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমই হবেন একজন কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর । তিনিই একমাত্র পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করবেন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করবেন) ।মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন । لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ । পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়ম ।

এতে এটা প্রমাণ হয়না যে, শুধু বেগানা পুরুষই বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ আর বেগানা মহিলারা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয । না না, বরং বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের জন্যই একই হুকুম । কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্মীয় বিষয়ে পুরুষ-মহিলা উভয়েইহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পালন করা সত্বেও পর্দাসম্পর্কীয় দৃষ্টিপাতের অদেশখানা অল্প সংখ্যক পুরুষ-মহিলা ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ-মহিলাই এই নির্দেশটি মানতে প্রস্তুত নয় । তাই, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমান কালে মহিলারা তাদের মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখতে পারে । এটাই উত্তম ।

প্রয়োজনে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধানঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লা এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ـ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفْنَ - فَلاَ يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(59) سورة الأحزاب

অর্থঃ হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ [18] (Footnote) হবে । ফলে, তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না । আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৯।

অত্র আয়াতে কারিমাতে প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাদের নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দেওয়া । এমতাবস্থায় মহিলাদেরকে নিজ ঘর থেকে বের হতে হবে । এইটাই মহিলাদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন । এহেন অবস্থায়ও মহিলারা তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে অবনত রাখবে । বর্তমান কালে উপরে বর্ণিত চাদর দিয়ে ঢাকার প্রচলন মুসলিম সমাজে তেমন নেই বিধায় বোরকা,উড়না ইত্যাদি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।পর্দাসম্পর্কীয় আলোচনা মোটমোটি সমাপ্ত হল । মহান আল্লাই তাওফিক দাতা । প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া أَلْحِجَابُ বা পর্দা সম্পর্কে কিছুটা আলাপ সমাপ্ত হওয়ায় এখন পূনরায় " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) সম্পর্কে নিম্নে ৫১ পৃষ্ঠা থেকে আলোচনা শুরু করছি ।

.....

[18] (Footnote) **"চেনা সহজ" কথাটির ব্যাখ্যাঃ** এই সময়টি ছিল ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সময়কাল । **তখনো** أَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ন না হওয়ায় মুসলিম রমনীরা সচরাচর স্বাভাবিকভাবেই চলা-ফেরা করত । এতে করে ইয়াহুদি ও মুনাফিকরা মুসলিম রমনীদের খুবই উত্যক্ত করত । যখন মুসলিম রমনীরা নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হলে বুঝা যেত এরা ভদ্র ও শালীন মহিলা । أَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর মুসলিম রমনীরা তাই করেছেন। এই অবস্থাটাকেই "চেনা সহজ হবে" বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । এর ফলে তাদেরকে আর উত্যক্ত করা হয়নি । অধুনা "উত্যক্ত" শব্দটিই "ইভটিজিং" শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে ।বর্তমানেও যদি মহিলারা পবিত্র কুরআনের উক্ত বিধানটি অসূসরণ করে তবে "ইভটিজিং" থাকবে না । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

চতুর্থ হাদিস শরীফ

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنَ بَعْدِيْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَو رَأَنِي بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ ." (9523)) في مُسْنَد أَحْمَد -

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়-মতামতরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : আমার জন্য ভালবাসায় পোক্ত আমার উম্মতের মধ্যে আমার (ইনতিকালের)পর এমন মানুষ হবে যে তার পরিবার ও সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়ে হলেও সে আমাকে দেখতে চাইবে" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯৫২৩ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে এমন কতক প্রেমিক মুসলিম থাকবেন যারা নিজের ধন-সম্পদ বিলীণ করে হলেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখতে চাইবেন । "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত এমনসব নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের অনূরূপ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভালবাসবেন ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত এ স্তরের নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে সামান্য বেয়াদবী আচরণ হয় এমন ধরণের আচরণ কোন অবস্থাতেই কথা-বার্তায়,চলা-ফেরায় ও আচার-আচরণে করবেন না ।

বরং তাঁরা" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) ,তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের অনূরূপ আদব বা শিষ্টাচার বৈশিষ্ঠ্যসূচক আদর্শমন্ডিত একজন উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ হয়ে থাকবেন ।

নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقا يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فينا فقال " أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ثم يفشو الكذب حتي يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة وإيا كم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فذلك المؤمن،"(2165) الترمذي.

অর্থঃ ইবনে ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর জাবিয়াতে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানুষেরা ! নিশ্চয়ই আমি আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অবস্থানের মত আমি তোমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হলাম। অতপর বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের সম্পর্কে (কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি),

তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈ'দের") সম্পর্কে(কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈ'-তাবেঈ'নদের")সম্পর্কে (কল্যাণ কামনার জন্য) ওসিয়ত করছি(আদেশ করছি), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি লোক শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং স্বাক্ষী মানার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে । সাবধান ! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, তাদের উভয়ের তৃতীয় জন হবে শয়তান, তোমাদের অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে ধরে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে বা দূরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । তিরমিজি শরীফ,, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল মুসলিম মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করতে(হিতাকাংক্ষী হতে) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে ওসিয়ত করেছেন (আদেশ করেছেন) । যেমন মঙ্গল কামনার বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানাতে এসেছে । ছষ্ঠ হাদিস শরীফ عن زر قال: قال خطبنا عمربن الخطاب بالشام ، قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل مقامي فيكم ،فقال: استوصوا بأصحابي خيرًا، : استوصوا بأصحابي خيرًا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتي يعمل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها و باليمين قبل أن يستحلف، فمن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد " (6383) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ .....আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব শামে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও) , তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে ।অতএব, যার জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে । আল- মু'জামুল আওসাত,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৩৮৩ ।

সপ্তম হাদিস শরীফ عن جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قال: قال خطبَ عمرالنَّاسَ بالجابية ، فَقَالَ :إنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَامَ فِيْ مثل مقامي هَذَا ،فقال: أَحْسِنُوا إِلَى أصحابي ، ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى اليمين قبل أن يستحلف عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشهادة قبل أن يسْتَشْهَدَ ، فمن اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّه حسنته و تَسُوءهُ سيئته فهُوَ أبعدَ و لا يخلون رجل بامرأة فإنَّ ثالثهما الشيطان ، ومن مؤمن،" " (179) مسند أحمد.

অর্থঃ-জাবির বিন সামরাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) প্রতি সুন্দর ব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবে'-তাবেঈনদের) প্রতি সুন্দর আচরণ কর, তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের একেক জন এমন হবে যে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে, স্বাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে । অতএব, যে জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য পেতে চায় তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে । কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, নিশ্টয় শয়তান তাদের তৃতীয় জন, তোমাদের যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৯ ।

অষ্টম হাদিস শরীফ عن عمر بن الخطاب :ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال لهم "إن يد الله علي الجماعة والفذ مع الشيطان و إن الحق أصل في الجنة و أن الباطل أصل في النار، ألا, إن أصحابي خياكم فأكرموهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب والهرج"(6405) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ-ওমর বিন আল খাত্তাব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁদেরকে বললেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত তথা আল্লাহর অনুগ্রহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির উপর । একাকীত্ব শয়তানের সাথে আর হক বা সত্যের মূল হচ্ছে জান্নাতে আর বাতিলের মূল হচ্ছে দোযখে ।সাবধান ! নিশ্চয়ই আমার সাহাবাগণ হচ্ছে তোমাদের উত্তম জন, তাঁদেরকে তোমরা সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সম্মাণ কর, তারপর মিথ্যার ও হারজ তথা খুনাখুনির প্রকাশ পাবে ।আল-মু'জামুল আওসাত,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৪০৫ ।

নবম হাদিস শরীফ عن زر قال: قال خطبنا عمربن الخطاب بالشام ، قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل مقامي فيكم ،فقال: استوصوا بأصحابي خيرًا، : استوصوا بأصحابي خيرًا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتي يعمل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها و باليمين قبل أن يستحلف، فمن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد "(6383) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ .....আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব শামে আমাদেরকে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরূপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও) , তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও) , তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে, শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে । অতএব, যার জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের

সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে । আল- মু'জামুল আওসাত,তিবরানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৬৩৮৩ । দশম হাদিস শরীফ عن بن عُمَرَ أن عمر بن الخطاب خَطَبَ بالجابية فقال : قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم مقامي فيكم ، فقال : " استوصوا بأصحابي خَيْرًا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ، حتي إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِيُ بالشهادة قبل أن يُسألها ، فمن أَرَادَ مِنْكُمْ بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الْواحِدِ ،و هو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن "فِي مسند أحمد (115)

অর্থঃ .....ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে বক্তৃতা দিয়ে বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরুপ অবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের জন্য মঙ্গল কামনা কর (হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের (তাবেঈদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও), তারপর তাদের পরবর্তীদের(তাবে'-তাবেঈনদের) জন্য মঙ্গল কামনা কর(হিতাকাংক্ষী হও),, তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ করে ফেলবে । অতএব, যার জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয় আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । মুসনাদু অহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৫ ।উপরে বর্ণিত পঞ্চম হাদিস শরীফ থেকে দশম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস শরীফেই এই কথা বিবৃত হয়েছে যে, " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দী থেকে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময়গুলোতে একমাত্র أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির অনুসারীদের ব্যাতীত আসন্ন সব মুসলিম মানুষের মধ্যেই মিথ্যার সয়লাব প্রবাহিত হতে থাকবে । তাই, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে" خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী হওয়া যাবে না ।মনে রাখতে হবে যে, এতসব জ্ঞানদানের পরও যদি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত কেউ " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ প্রত্যাখান করে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম

উলামাগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ অনুসরণ করে তবে তাকে দোযখে যেতে হবে । কারণ, চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত আসন্ন মুসলিমগণ বিশেষকরে উলামাকেরামগণ মিথ্যাবাদী হবে । কাজেই, এরা সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম বা সর্বনিকৃষ্ট উলামা । তবে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় তা হলে তারা উৎকৃষ্ট মুসলিম বা উৎকৃষ্ট উলামাকেরামে পরিণত হয়ে যাবে । তখন তাদেরকে আর সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম বা সর্বনিকৃষ্ট উলামা বলা হবে না । তখন তারা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফের অন্তর্ভূক্ত মহান মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ।

একাদশ হাদিস শরীফ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيْهِ وَ مَاتَ فِي الْجَمَاعَةِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَ الْخُكَّامِ "(16560)) في المعجم الكبير للطبراني -

অর্থঃ- " যে কুরআন পড়ে আর তদানুযায়ী আমল করে এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তাকে জ্ঞানী ও লিখকদের সাথে পূন:রুত্থান করবেন " । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৬০।

আপনি হয়ত বলবেন যে, অত্র গ্রন্থ লিখকও তো "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত একজন মুসলিম । তা হলে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম হিসেবে থাকতে পারলেন কিভাবে ?

এর উত্তর এই যে, অত্র গ্রন্থ লিখক আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) ,তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়ায় তিনিও একজন সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম।

অতএব, " أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি " (পৃষ্ঠা নং-১১৮ দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গে বর্ণিত শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন মেনে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ

" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগণকে আমি (অত্র গ্রন্থ লিখক) বিনীত অনুরোধ করছি ।

উপসংহারঃ যেহেতু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিমগণ হচ্ছেন মানুষের জন্য কল্যাণবিহীন মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ সেহেতু তাদের নিকট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণও গুরুত্বহীন । তাই, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সাধারণ মানুষ মনে করে " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে তাঁকে মূর্খ বলে - نَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ।

অথচ "نَبِيُّ" (নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ - اَلْمُخْبِرُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبِلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ (اَلْمُنْجِد) (অর্থঃ- "মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা " عِلْمُ الْغَيْبِ " তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দানকারী" (আল-মুনজিদ)।

"نَبِيُّ" (নবী) শব্দটি "نُبُوَّةٌ " (নবুওয়ত) শব্দ থেকে এসেছে। এর অভিধানভিত্তিক আরবি অর্থ হচ্ছেঃ

اَلْمُنْجِدُ : "اَلْاَخْبَارُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبِلِ بِالْهَامِ مِنَ اللهِ " (অর্থঃ- "আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ দান করা। (আল-মুনজিদ)।

"نَبِيُّ"(নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ ভবিষ্যৎ বক্তা ।আরবী-বাংলা অভিধান, মাওলানা মো: আলাউদ্দিন আল-আজহারী ।

Learners Arabic-English Dictionary বা অভিধানে "نَبِيُّ" (নবী) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ Prophet (প্রফেট)তথা ভবিষ্যদ্বক্তা > ইংরেজী-বাংলা অভিধান,বাংলা একাডেমি এবং সংসদসহ সকল ইরেজী আভিধান।

পারিভাষিক অর্থঃ Person who tells , or claims to be able to tell, what will happen in the future (inspired by God [Allah]) . অর্থঃ- "نَبِيٌّ" (নবী) হচ্ছেন এমন ব্যাক্তি যিনি বলেন, অথবা যিনি দাবী করেন আল্লাহ কর্তক অনুপ্রানিত হয়ে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তিনি বলতে সক্ষম । OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY।

শরীয়তভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ইসলামি শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কীয় বিষয়ের জ্ঞান , আল্লাহ,ফেরেস্তা, আখিরাত, হাশর,পূনরুত্থান, দোযখ,বেহেস্ত ইত্যাদি বিষয়ক অদৃশ্যমূলক জ্ঞান বা "عِلْمُ الْغَيْبِ " সম্পর্কে মানুষ ও জিনজাতিকে সংবাদ দানকারীকে নবী বলে । যে কোন নবীর দেওয়া এইরূপ " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করাই হচ্ছে "ঈমান" । যে কেহ এইরূপ " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করে সেই ব্যাক্তি "মুমিন" ।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন আরবী, বাংলা ও ইংরেজী অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ থেকেও বুঝা গেল যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের সকলেই মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বা " عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" সম্পর্কে সংবাদ

দান কারী” ।
অতএব, " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” সম্পর্কে সংবাদ দান কারী ব্যাক্তি হচ্ছেন “নবী” আর যিনি " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” সম্পর্কে সংবাদ দান কারী নহেন বা " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারেন না তিনি “নবী” নহেন ।
"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ”(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত “ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ’ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি “নবী” শব্দের অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তভিত্তিক পারিভাষিক অর্থসহ ঈমান আনেনি বিধায় তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজে ঈমানদার বলে পরিচিত হলেও আসলে বাস্তবে মহান আল্লাহ তাআ’লার নিকট তারা বেঈমান ও অমুসলিম হিসেবে গণ্য । "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত “الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ’ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত বিধায় তারা সদা সর্বদাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেই বেয়াদবী আচরণ নিয়েই কথা-বার্তা বলে থাকে ।
আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যিনি কোটি মানুষ,জিন, ফেরেস্তা ও মাখলুকের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও মহামান্য মহান নেতা তিনি যদি এই দৃশ্যমান জগতে বাহ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতেন তা হলে কি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ তাঁর মহান মর্যাদার সামনে তাঁর উপস্থিতিতে মিলাদ শরীফ-কিয়াম ও " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে আরো এই রকম অন্যান্য বিষয় নিয়ে এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বলতে পার তো । না, পারতো না । তারা মনে করে নবী মরে গেছেন এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বললে কি আর হবে ।
সাবধান ! হুশিয়ার হয়ে যান ,সময় আসছে, এই রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেয়াদবী আচরণ নিয়ে কথা-বার্তা বলার ফল পাবেন । অপেক্ষা করুন । মনে রাখবেন, আমাদের প্রতি দিনের কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা মহান আল্লাহ তাআ’লার সান্যিধ্যে এমনকি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট পৌঁছানো হয় । যদি কারো কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তাগুলোর সাথে বেয়াদবী মিশ্রিত থাকে তবে সে তো ধ্বংস হয়ে গেল ।
বিনীত অনুরোধঃ “ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ’ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দল বহির্ভূত "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ভাইগণের নিকট বিনীত অনুরোধ দয়া করে আপনারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন উম্মতকে তাঁর সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করা বা অশিষ্টাচারমূলক আচরণশিক্ষা

দিবেন না” । সেই জন্যেই "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত “ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত ওয়ায় তারা বাস্তবে মুসলিম নয় যদিও তারা নামাজ-রোজা পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম মনে করে থাকে । “ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী মুসলিমগণের বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى اتْلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ المُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ "

(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে) । অতএব, যে হ এক বিঘৎ(অর্ধ হাত) পরিমান الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ “জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান” জানাল সে জাহান্নামের সত্বা বা অধিবাসির (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত। অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত) । তাই, তোমরা “আল্লাহর আহবানে আহবান” কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন” । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩ ।

“ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামে দলটি বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ “ الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলটির আমল-আখলাক, চাল-চলন ও আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন বিধায় তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মিলাদ শরীফ পাঠ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করাকে শিরক-বিদআ'ত বলে । কারণ এরা হচ্ছে অমুসলিম এবং এরা শিরক-বিদআ'ত শব্দদ্বয়ের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ জানে না । যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাত ও সালাম পড়ার বিষয়ে কোন শরীয়তী আইন নেই সেহেতু ইসলামি সামাজিক “উরফ” তথা ইসলামি সামাজিক প্রথা মেনে দাঁড়িয়ে সালাম

দেওয়াই সবচেয়ে সম্মাণজনক, আদব-শিষ্টাচার এবং মুসলিম রীতিনীতি সম্মত। এর বিপরীত করা হচ্ছে বেআদবী তথা অশিষ্টাচার। এটা যে শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায় প্রযোজ্য তা নয় বরং সব মুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বেলায়তো আরো বেশী প্রযোজ্য। যে বিষয়ে ইসলামি শরীয়তভিত্তিক আইনের বাধ্যবাধকতা নেই সেখানে সামাজিক "উরফ" তথা সামাজিক প্রথা মেনে কাজ সম্পাদন করাই ইসলাম সম্মত। এরূপ অবস্থায় বাড়াবাড়ি করা অনুচিৎ । তা হলে ফলাফল মন্দ হবে । এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ:- পৃষ্ঠা নং- ৪৩৪ দ্রষ্টব্য ।

এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে ইসলামি শরীয়তভিত্তিক আইনের বাধ্যবাধকতা নেই সেইগুলোর সবটিতেই " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দলবদ্ধ মুসলিম উলামাকেরাগণের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে, এর বিপরীত করা যাবে না । এর বিপরীত করলেই অমুসলিম ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত যে কোন মুসলিম প্রকাশ্যে সরাসরি " الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী হবেনা, أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দলটির অনুসারী হবেনা, এই দলটি প্রকাশ্যে প্রচার করবে না, নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্যে, সমাজের মধ্যে , ওয়াজ-মাহফিলের মধ্যে ও ইসলামি সেমিনার-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল করবেনা এবং শিক্ষাদান করবেনা সে হচ্ছে নিকৃষ্ট মুসলিম, এমনকি সে বাস্তবে মুসলিমই নহে । এদের মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে না । যেহেতু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত " الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নামে দল বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে না সেহেতু " الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী দলবদ্ধ " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ "(খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিমগণের মধেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা-মান-সম্মাণ সংরক্ষিত থাকবে বলে ওহী মারফত জেনেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ أَبِيء صَالِحٍ ، قَالَ ك قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةِ ، بَقضالَ : سَمِعْتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ :"اِحْفَظُوْنِيْ فِيْ أَصْحَابِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، (1135)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অবু সালেহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ওমর জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর পরবর্তীদের

(তাবেঈনদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর, তারপর পরবর্তীদের (তাবে'-তাবেঈ'নদের) মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন কর" । আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৩৫ ।

وَرَدَ عَلَيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رسول الله الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : "مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِيْ حَوْضِيْ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِى أَصْحَابِي لَمْ يَرَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَّ مِنْ بَعِيْدٍ " ، (12946) (في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত সালিম (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে নর্ণনা করেন নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলেছেন: " যে আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন করেছে সে আমার হাউজে কাউছারে আমার আগেই গিয়ে থাকবে, আর " যে আমাকে আমার সাহাবীদের মধ্যে হিফাজত-সংরক্ষন করবে না সে আমাকে কিয়ামতের দিন দূর থেকে ছাড়া দেখবে না । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১২৯৪৬ ।

সিদ্ধান্তঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিচ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত ,الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ সঠিক এবং তাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়া আর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট সাধারন মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলাগণের উপর ফরজ। আর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নাম বর্জনকারী দলে-উপদলে বিভক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যে কোন মুসলিম ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য যে কোন দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম নামধারী উলামা হবেন তাদের ফতওয়া, রায় ও মতামত বাতিল-ভ্রান্ত এবং তাদেরকে প্রত্যাখান করা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) নামধারী মুসলিম মানুষের উপর ফরজ।